সংবাদ

20 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

জানালেন শিক্ষা উপদেষ্টা

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ শিগগিরই সংশোধন হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, দেশের উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন এবং বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নানা অনিয়ম দূর করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন করা হচ্ছে। অধ্যাদেশটি সংশোধন করে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে ইতোমধ্যেই এর খসড়া প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত হচ্ছে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

হচ্ছে : সংশোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পর্যায়ে রয়েছে। খুব শিগগিরই খসড়াটি অনুমোদনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করা হবে। বুধবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ-ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের (বিএনসিইউ) সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন।

উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় শিক্ষা সচিব মমতাজুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এম শমসের আলীসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও ইউনেস্কোর প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান পরে সাংবাদিকদের জানান, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন করা না গেলে বিশ্বায়নের যুগে আমরা পিছিয়ে পড়ব। যেমন হয়েছে ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে। ইউনেস্কো সদর দপ্তরে বাংলাদেশের জন্য পাঁচটি পদ রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি পদই যোগ্য প্রার্থী না থাকায় ২৩ বছরে আমরা পূরণ করতে পারিনি।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মান নিয়ে তিনি বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা মান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। শিক্ষা যেন বাণিজ্যে পরিণত না হয়, তাই বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য। এ কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কোচিং সেন্টারগুলোকেও বিধিমালার আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আগামী বছর থেকে কাঠামোগত শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর সরকারি উদ্যোগের বিরোধিতা প্রসঙ্গে তিনি জানান, অনেকেই এখনও এ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি না থাকার জন্য কার্যকারিতা পেছানোর কথা বলছে। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ও ভাবছে। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সবার সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।